

4017 - ধর্ষকরে হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য লড়াই করা কি ওয়াজবি?

প্রশ্ন

প্রশ্ন: কটে যদি কোন নারীকে ধর্ষণ করতে উদ্যত হয় তখন সেই নারীর উপর আত্মরক্ষা করা কি ওয়াজবি? আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র ব্যবহার করা জায়যে হবে কি?

প্রিয় উত্তর

যে নারীর সাথে জোরপূর্বক যনো করার চেষ্টা করা হচ্ছে সে নারীর উপর আত্মরক্ষা করা ফরজ। তিনি কিছুতেই দুর্বৃত্তের কাছে হার মানবেন না। এজন্য যদি দুর্বৃত্তকে হত্যা করে নিজেকে বাঁচাতে হয় সটো করবেন। এই আত্মরক্ষা ফরজ। ধর্ষণ করতে উদ্যত ব্যক্তিকে হত্যা করার কারণে তিনি দায়ী হবেন না। এর সপক্ষে দেলিল হচ্ছে- ইমাম আহমাদ ও ইবনে হব্বান কর্তৃক সংকলিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস “যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে মারা গেলে সে শহীদ। যে ব্যক্তি তার জীবন রক্ষা করতে গিয়ে মারা গেলে সে শহীদ। যে ব্যক্তি তার ধর্ম রক্ষা করতে গিয়ে মারা গেলে সে শহীদ। যে ব্যক্তি তার পরবার রক্ষা করতে গিয়ে মারা গেলে সে শহীদ।” এ হাদিসের ব্যাখ্যায় এসেছে- “যে ব্যক্তি তার পরবার রক্ষা করতে গিয়ে মারা গেলে সে শহীদ” অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার স্ত্রী অথবা অন্য কোন নিকটাত্মীয় নারীর ইজ্জত রক্ষা করতে গিয়ে মারা গেলে (সে শহীদ)।

যদি স্ত্রীর ইজ্জত রক্ষা করার জন্য লড়াই করা ও ধর্ষকরে হাত থেকে স্ত্রীকবোঁচাতে গিয়ে নিহত হওয়া স্বামীর জন্য বধৈ হয় তাহলে কোননারী নিজের ইজ্জত নিজের রক্ষা করার জন্য প্রাণান্তকর লড়াই করা; এই ধর্ষক, জালমি ও দুর্বৃত্তের হাতে নিজেকে তুলে না দিয়ে নিহত হওয়া সে নারীর জন্য বধৈ হওয়া অধিক যুক্তপূর্ণ। কোননা তিনি যদি নিহত হন তাহলে তিনি শহীদ। যমেনভাবে কোন নারীর স্বামী তার স্ত্রীর ইজ্জত রক্ষা করতে গিয়ে যদি নিহত হন তিনি শহীদ। শহীদ মৃত্যুর মর্যাদা অনেক বড়। আল্লাহর আনুগত্যের পথে, তাঁর পছন্দনীয় পথে মারা না গেলে এ মর্যাদা লাভ করা যায় না। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তাআলা এ ধরনের প্রতারণাকে তথাকথন ব্যক্তির তার স্ত্রীর ইজ্জত রক্ষার জন্য লড়াই করাকে এবং কোন নারীর তার নিজের ইজ্জত রক্ষার জন্য লড়াই করাকে পছন্দ করেন। আর যদি কোন নারী আত্মরক্ষা করতে সমর্থ না হন, পাশ্চি ও দুশ্চরিত্র লোকটি যদি তাকে পরাস্ত করে তার সাথে যনোতে লিপ্ত হয় তাহলে এ নারীর উপর হৃদ (যনোর দণ্ড) অথবা এর চয়ে লঘু কোন শাস্তি কার্যকর করা হবে না। কারণ হৃদ কায়মে করা হয় সীমালঙ্ঘনকারী, পাপী ও দুশ্চরিত্র ব্যক্তির উপর।

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

ইবনে কুদামা হাম্বলরি “মুগনী” নামক গ্রন্থে এসেছে-যে নারীকে কোন পুরুষ ভোগ করতে উদ্যত হয়েছে ইমাম আহমাদ এমন নারীর ব্যাপারে বলেন: আত্মরক্ষা করতে গিয়ে সবে নারীযদি তাকে মরে ফেলে... ইমাম আহমাদ বলেন: যদি সবে নারী জানতে পারেন যে, এ ব্যক্তি তাকে উপভোগ করতে চাচ্ছে এবং আত্মরক্ষার্থে তাকে মরে ফেলে তাহলে সবে নারীর উপর কোন দায় আসবে না। এ প্রসঙ্গে ইমাম আহমাদ একটী হাদিস উল্লেখ করেন যে হাদিসটি যুহরি বর্ণনা করছেন কাসমে বনি মুহাম্মদ থেকে তিনি উবাইদ বনি উমাইর থেকে। তাতে রয়েছে- এক ব্যক্তি হুয়াইল গোট্ররে কিছু লোককে মহেমান হিসেবে গ্রহণ করল। সবে ব্যক্তি মহেমানদরে মধ্য থেকে এক মহলিককে ধর্ষণ করার চেষ্টা করছিল। তখন সবে মহলি তাকে পাথর ছুড়ে মারেন। যার ফলে লোকটি মারা যায়। সবে মহলির ব্যাপারে উমর (রাঃ) বলেন: আল্লাহর শপথ, কখনই পরশিোধ করা হবে না অর্থাৎ কখনই এই নারীর পক্ষ থেকে দয়িত (রক্তমূল্য) পরশিোধ করা হবে না। কারণ যদি সম্পদ রক্ষার্থে লড়াই করা জায়যে হয় যে সম্পদ খরচ করা, ব্যবহার করা জায়যে তাহলে কোন নারীর তার আত্মরক্ষার্থে, খারাপ কাজ থেকে নিজেকে হফেযত করতে গিয়ে, যেনো থেকে নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে- যে গুনাহ কোন অবস্থায় বধে নয়- লড়াই করা সম্পদ রক্ষার লড়াই এর চয়ে অধিক যুক্তপূর্ণ। এইটুকু যখন সাব্যস্ত হল সুতরাং সবে নারীর যদি আত্মরক্ষা করার সামর্থ্য থাকে তাহলে সবে তা করা তার উপর ওয়াজবি। কেননা দুর্বৃত্তকে সুযোগ দয়ো হারাম। এক্ষেত্রে আত্মরক্ষা না করাটাই তে সুযোগ দয়ো। [আল-মুগনী (৮/৩৩১)] আল্লাহ ভাল জানেন। [আল-মুফাসসাল ফি আহকামলি মারআ (৫/৪২-৪৩)]

ইবনুল কাইয়্যামে তাঁর “আত-তুবুকুলহুকময়িয়া” গ্রন্থে বলেন: ১৮- (পরচ্ছদে) উমর (রাঃ) এর নকিট এক মহলিককে আনা হল যে মহলি যেনো করছে। তাকে জিজ্ঞেসাবাদ করলেন: মহলিটি দোষ স্বীকার করল। উমর (রাঃ) তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করার নির্দেশে দলিলে। তখন আলী (রাঃ) বললেন: এ নারীর কোন ওজর থাকতে পারে। এ কথা শুনতে উমর (রাঃ) মহলিটিকে বললেন: কবে তুমি যেনো করছে? মহলিটি বলল: আমি এক লোকের সাথে একত্রে পশু চরাতাম। তার উটপালে পানি ও দুধ ছিল। আমার উটপালে পানি ও দুধ ছিল না। আমি পিপিসার্ত হয়ে তার কাছে পানি চাইলাম। সবে অস্বীকার করে বলল- আমি আমাকে ভোগ করতে দলি সবে পানি দবি। আমি (তার প্রস্তাব) তনিবার অস্বীকার করলাম। এরপর আমি এত তীব্র পিপিসা অনুভব করলামযনে আমার প্রাণবায়ু বয়েযে যাবে। তখন আমি সবে যা চায় তাকে তা দলাম। বনিমিয়ে সবে আমাকে পানি পান করাল। তখন আলী (রাঃ) বললেন: আল্লাহু আকবার (আল্লাহ মহান)।

فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

(অর্থ-অবশ্য যে লোক অনন্যদোষায় হয়ে পড়ে এবং নাফরমানী ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়, তার জন্য কোন পাপ নই।

নঃসন্দহে আল্লাহ মহান ক্বমশীল, অত্যন্ত দয়ালু।) [সূরা বাকারা, আয়াত: ১৭৩]

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

সুনানে বাইহাকীতে এসেছে- আবু আব্দুর রহমান আল-সুলামি হতে বর্ণিত তিনি বলেন: উমর (রাঃ) এর নকিট এক মহলিককে ধরে আনাহল। সে মহলিকা তীব্র পিপাসায় কাতর ছিল এবং এক রাখালকে পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। মহলিকাটি রাখালকে কাছে পানি চাইল। রাখাল তাকে পানি দিতে অস্বীকৃতি জানাল- যদি না মহলিরাখালকে জবৈকি চাহাদিপূরণ করার সুযোগ না দেয়। উমর (রাঃ) এ মহলিককে পাথর নিক্ষেপে হত্যার ব্যাপারে সাহাবায়েরে সাথে পরামর্শ করলেন। তখন আলী (রাঃ) বললেন: এ মহলিকা অনন্যপায় ছিল। আমার অভিমত হল- তাকে খালাস দি। তখন উমর (রাঃ) মহলিকাকে খালাস দিলেন। আমি বলব: এই বখান এখনো চলমান আছে। যদি কোন নারী কোন পুরুষকে কাছে থাকা খাবার বা পানীয়ের তীব্র প্রয়োজন করে সম্মুখীন হয় এবং সে পুরুষ যেনো করা ছাড়া সটো দিতে রাজি না হয়, আর সে নারীস্বীয় জীবন নাশের আশংকা করে নিজেকে সে পুরুষের হাতে তুলে দিয়ে সক্ষেত্রে সে নারীর উপর শরয়া হদ্দ (যেনোর দণ্ড) কায়মে করা হবে না। কউে যদি বলেন: এমতাবস্থায় নিজেকে তুলে দয়ো কি জায়গে; নাকি মৃত্যু হলও ধরৈয় রাখাওয়াজবি? উত্তর হচ্ছে: এই নারীর ক্ষত্রে শরয়া হুকুম হচ্ছে- জোরপূর্বক ধর্ষণেরে শকার নারীর হুকুম। যে নারীকে এই বলহুমকি দয়ো হয়: 'সুযোগ দলে দে; না হয় তোক মরে ফলেব'। ধর্ষণেরে শকার নারীর উপর হদ্দ কায়মে করা হবে না। মৃত্যু থেকে বাঁচার জন্য সে নারী নিজেরে ইজ্জত বসির্জন দিতে পারে। তবে যদি কোন নারী ধরৈয়ধারণ করে মৃত্যুকবরণ করে নেয় তবে সটো তার জন্য উত্তম। কনিতু এক্ষত্রে ধরৈয় ধরা তার উপর ফরজ নয়। আল্লাহই ভাল জানেন।